Madol

Gargi
Bhattacharya

******

COPYRIGHTED
MATERIAL

মাদল

***

গার্গী ভট্টাচার্য

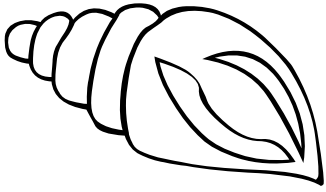

শুভ ও মিলিকে ---

রাইকিশোরী

জানুয়ারি মাসেও কলকাতার অসম্ভব গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত রাইমার । বয়স প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি , এলোচুল , টিকলো নাক অনেকটা মৃতা অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর মতন দেখতে । সুন্দরী বলে একটু দেমাকও রয়েছে ওর । মেয়েটি অন্তর্মুখী । তাই দিনের অনেকটা সময়ই কাটায় নেটে বসে । বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত-ই মন্দ নয় । সবাই ভার্চুয়াল বন্ধু । কেউ কেউ লুক্কায়িত , শুধু বৈদ্যুতিক তরঙ্গে জীবন্ত । কেউ কেউ বাস্তবে নেমে আসে । তেমনই এক বন্ধু সজল পান । নামটাই প্রথম আকর্ষণ করে রাইমাকে ।

রাইমার নাম ত্রিপুরার নদীর নামে । রাইমা আর সাইমা নদীযুগল ত্রিপুরার চিরসাথী । তার বাবা ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের সার্ভেয়ার । জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ঐ রাজ্যে । পরে কলকাতার বেহালায় এসে বাড়ি কিনেছেন । এখন ওরা ওখানেই বসবাস করে ।

সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা দুজনে এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলো ভূটানঘাট । ডুয়ার্সের এই এলাকা বড়ই মনোরম । আগে থেকে বুক করা বনবাংলোতে এসে উঠলো দুজনে । এই প্রথম দেখা তো ! খুব সেজে এসেছিলো রাইমা ।

এমনিতেই সুন্দরী , চটকদার তার ওপরে সাজসজ্জা করে একেবারে রাজকুমারীটি ।

কিন্তু মিলন সমুদ্রের ঢেউ মনে এক আলোড়ন তোলে । যার কোনো সীমারেখা নেই । জ্বালা , তীব্র বিষের জ্বালা ! সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খানখান ! দহন , দহনে টালমাটাল স্বপ্নের ভূটানঘাট ।

রাইমার রাজপুরুষ এক বৃদ্ধ । বয়স আন্দাজ ৫৫ । নাতিদীর্ঘ , থলথলে ভাব চেহারায় । দেখে মনেই হয়না ইনি লিখতে পারেন এত সুন্দর সুন্দর ই-চিঠি !

ভেঙে পরে রাইমা । মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে । সপ্তাহ-খানেক পরেও বাড়ি না ফেরায় পুলিশে খবর যায় । তদন্তে জানা যায় ভূটানঘাটের এক বনবাংলোয় তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে । পোড়ানোর আগে ছোট ছোট পিস করে ফেলা হয়েছিলো ।

বনবাংলোর ম্যানেজার জানান যে ঘটনার পরদিন রাতে এক বৃদ্ধ পর্যটক ,হঠাৎ তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বনবাংলোর বাগানে পার্টি দেন । সেখানে মদের ফোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে আনলিমিটেড্ কাবাবের আয়োজন ছিল । এত কাবাব উনি কোথায় পেলেন কেউ জানেনা । অর্ডার দিয়ে বাইরে থেকে আনিয়ে ছিলেন ভেবেছিলো সবাই ।

আর কাবাবের স্বাদ ছিলো অদ্ভূত সুন্দর । শোনা যায় নরমাংস খুবই সুস্বাদু ।

ঝুমরি

গুরুমারা ড্যামের কাছেই আছে বনজ মানুষের ডেরা । ওরা রিংপিং আদিবাসী । ক্যানবেরা শহরের অনতিদূরেই এই অরণ্য ও ড্যাম । সিভিল ইঞ্জিনীয়ার শিবার্ঘ্য এসেছিলো এই দেশে কাজের আশায় । ভারতের বিল্ডিং বানানোর সময় ইট, বালি , সুড়কি, কনক্রীট ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো আর তারপর বাড়ি ভেঙে অনেক মানুষ মারা যাওয়া কিংবা মিস্ত্রী আর কারিগরদের নিহত হওয়া এক আজব কান্ড বলে মনে হত শিবার্ঘ্যের । কাজেই সে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে এই পরবাসে এসে হাজির হয় । মধ্য চল্লিশে এসেছিলো বলে কাজের সমস্যা হয়েছিলো ।

বিল্ডিং ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করলেও স্বচ্ছল জীবন যাপনে সক্ষম ছিলো না । বাকি জীবনটা তাই অভাবেই কাটে । পরে ক্যাঙারুর পকেটে করে ড্রাগস্ চালান

করে কাটায় । ধরা পড়ার আগেই কাজ ছাড়ে , আর করেনা । স্ত্রী চায়নি দেশে ফিরে যেতে । কাজেই ওরা মেনস্ট্রিম সমাজে না থেকে আদিবাসিদের সাথে মিশে যায় ।

ওদের মধ্যে , অতি অল্প মাইনেতে নির্মাণ কর্মী হিসেবে কাজ করতো শিবার্ঘ্য । একমাত্র কন্যা সাহানা বেড়ে ওঠে আদিবাসিদের সাথে ।

স্ত্রী রেণু মারা গেলে সাহানা বাবার দেখাশোনা করতে শুরু করে । পরে এক আদিবাসি যুবক, পরাগের সাথে থাকতে শুরু করে । ওদের মধ্যে বিয়ের তত চল নেই । কেউ কেউ করে । কেউ করেও না । পরাগ আর সাহানা বিয়ে করেনি । ওদের এক মেয়ে পিয়া । পরাগের আসল নাম পর্গা । ওকে সাহানারা পরাগ ডাকে । গুরুমারার মতন আমাদের গরুমারা ফরেস্ট আছে কাজেই অনেক আদিবাসি নামও মিলে যায় আমাদের সাথে । যেমন ডাকু, পানু, পিলি, রিংঝি , বিন্দি, মীরা , নিলি, সুরি ইত্যাদি ।

পরাগ ও সাহানার মেয়ে , পিয়া স্কুলে পড়ে । ওদের আরেক মেয়ে আছে । নাম তার ঝুমরি ।

দুজনের বয়স প্রায় কাছাকাছি । ১৫ /১৬।

পরাগ আজকাল মানুষকে গাইড করে । ওদের আদিবাসি সভ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে । টুরিস্ট গাইড ।

একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পথ মাঝে । সেই পাহাড়টি আদতে এক আদিবাসি রাজকন্যে ।

ওদের প্রিস্ট , ওকে পাহাড় করে দেয় মায়াবলে । জাদু দন্ড ছুঁইয়ে । সেইসব গল্প বলে পরাগ ।

আমাদের যে এই কাহিনী শোনাচ্ছে সে কিন্তু মানুষ নয় । তার পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই কারণ সে না থাকলে সেইভাবে কিছুই থাকতো না । সে হল সময় । **আমরা সময় এর কাছে এই গল্প শুনছি ।**

সময়ই একমাত্র পারবে এইসব গল্প, একদম খাঁটি ভাষায় শোনাতে ।

ঝুমরিকে দেখে মনে হয় আদিম যুগের মানুষ । অনেকে ওকে বনমানুষও ভাবে । ও অল্প অল্প কথা

বলে। আকার ইঙ্গিত করে । স্লেটে লেখে । দুই হাতে তামার বালা পরা ।

হাসে, কাঁদে , ভালোবাসে । **ঝুমরি ; এক চীনা যুবককে মন দিয়েছে ।** তার নাম গ্রেগরি ।

এখানে এসে অনেক চীনা মানুষ- ওদের আজব নাম বদলে ইংলিশ নাম নিয়ে নেয় ।

গ্রেগরিও সেরকম একজন । ও এখন বনে থাকে । পরাগের সহকারি । গাইড । জুনিয়র গাইড । হাতে লন্ঠন নিয়ে গাঢ় সন্ধ্যায়, বনপথে চলাফেরা করে একদা শহুরে গ্রেগরি ।

চীনদেশ থেকে এই দেশে আসে । পরে অরণ্যের ডাকে আদিবাসি সমাজে গিয়ে মেশে । **ওকেই মন দিয়েছে ঝুমরি ।**

এখন ঝুমরি নিয়মিত পিরিয়ডের কবলে পড়ে । প্রথম যখন এর স্পর্শ পায় তখন উৎসব করেছিলো সাহানা । সবাইকে জানানোর জন্য যে তার আরেকটি মেয়ে আজ থেকে বড় হল !

ঝুমরি তো গ্রেগরির জন্য পাগল ! ওকে ডাকে শিস্ দিয়ে, চুমু দেয় আর মাথায় চাটি মেরেও ডাকে !

গ্রেগরি কিছুতেই ওকে বিয়ে করবে না । কারণ ঝুমরি এক যুবতী বনমানুষ , যার বিবর্তন হয়েছে প্রবল ভাবে এবং সে মানবী হয়ে উঠেছে মানুষের স্পর্শে ! তার নিয়মিত রক্তক্ষরণও হচ্ছে মেয়েদের মতনই ।

জিনের চেয়েও পরিবেশ এইক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী ।

মানুষের মাঝে থাকতে থাকতে সেও মানুষ !

কিন্তু গ্রেগরি তো উন্মাদ নয় ; তাই এই বিয়েতে রাজিও না ।

বলে :: আমি ঝুমরিকে খুব ভালোবাসি কিন্তু প্রেমিকার মতন নয় ---বন্ধুর মতন ----------স্ট্যান্ডার্ড্ ডায়লগ ।

ঝুমরি নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে । গ্রেগরিকে চাটি মেরে মেরে ওর হাতে কড়া পড়ে গেছে । তবুও ছেলে ভুলানো সহজ নয় !

একদিন হঠাৎ ,বিষধর সাপের ছোবলে প্রাণ গেলো গ্রেগরির !

এই বনে অনেক সাপ । ঝুমঝুমি নামে এক সাপ আছে । তারই ফণায় প্রাণ গেলো !

ঝুমরি কেঁদে ভাসাচ্ছে ! সাহানারও বুক ফাটছে মা হিসেবে ! **মরেই গেলো তাজা ছেলেটা আর ঝুমরি মেয়েটা এই শোকে প্রায় আধমরা !!**

তবুও কিন্তু বিয়ে হল গ্রেগরির সাথেই । চীনামানুষ আর অন্যান্য বহু মানুষদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয় মৃত্যুর পরেও । ঘোস্ট ম্যারেজ বা প্রেতের বিয়ে বলা হয় একে ! ভূতের বিয়ের জন্য অনেক মৃতদেহ চুরিও হয় ।

যদি কোনো কারণে জীবিত অবস্থায় বিয়ে সম্ভব না হয় তখন মৃতের দেহকে সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় । এতে আত্মার শান্তি হয় ।

গ্রেগরিকে বর সাজিয়ে বিয়ে দিলো সাহানা , নিজ কন্যা ঝুমরির সাথে ! গ্রেগের অনুমতির কোনো দরকারই নেই এখন !

ঝুমরি খুব খুশি ! বারবার মৃত গ্রেগরির মাথায় চাটি মারছে আর প্রেত ওষ্ঠে চুম্বন দিচ্ছে ! হয়ত একত্রে, স্বর্গেলাভের আশায় ।

বনমানুষ থেকে মানুষ হয়ে ওঠা ঝুমরি হঠাৎই যেন ভাগ্যের খেয়ালে হয়ে উঠলো প্রেতিনী ; অদৃশ্য এক জাদুবলে ! Metamorphosis!!

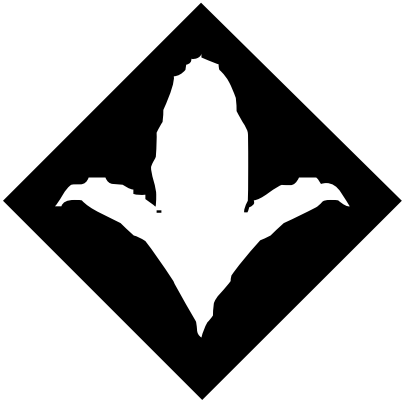

ভজহরি মান্না

জনপ্রিয় হোটেলে ; শেফ্ গান্ধার এক খেয়ালী মানুষ ।

বিদেশে বসে অসাধারণ সব খানা মেলে তারই কল্যাণে । নেপালের মানুষ হলেও তার রান্না হল আমাদের বাঙালিদের মতন । ডাল ভাত তরকারি অথবা চিকেনের হাল্কা ঝোল একেবারে আমাদের হেঁসেলের কথা মনে পড়ায় !

এই হোটেলে ইচ্ছে করলে শেফের সাথে কথা বলা যায় । তাকে ধন্যবাদ দেওয়া ও রেসিপি নেওয়াও মঞ্জুর করেছে মালিক । কিন্তু গান্ধারকে পাওয়া খুব মুস্কিল । নেপালে ভূমিকম্প হবার পরে আমি এই রূপবান শেফের সাথে দেখা করতে যাই একদিন হঠাৎ-ই !

কিন্তু গান্ধারকে পেলাম না ।

অনেকদিন পরে দেখা হলে জানতে চাই ওর বাড়ির মানুষ কেমন আছে । ও হেসে বলে :: আমাদের ওদিকে কিছু হয়নি ম্যাডাম ।

হোটেলের মালিক আমাকে পরে বলে :: **ওকে খুঁজতে হলে এখানে নইবাইরং লেকে চলে যাবেন । ওখানে ও নিয়মিত মাছ ধরতে যায় ।** খুব ভোরে আসে কাজে । সমস্ত রান্না সেরে বাকি দিনটা ও মাছের পেছনে দেয় । কাজেই অসুস্থ বলে মেসেজ পাঠালে আমরা ওকে সুস্থ দেখতে ঐ লেকে যাই , ওর বাড়িতে নয় । এই অভ্যাসটা ওর প্যাশন । পেশা নয় ।

পোষ্য

মনিষা সান্ধু ; পেশায় এক লাইব্রেরিয়ান ।

অনেক কাজ করতে চায় কিন্তু বাড়িতে এক শিশু থাকায় বেশি কাজ করতে পারেনা । তাই ইদানিং বাচ্চাটিকে পিঠে বেঁধে নিয়ে আসে লাইব্রেরিতে ।

ওকে বেঁধে রেখে বই পড়া অথবা অন্যান্য কাজ করে । এতে একটু সময় বেশি পায় ।

বাচ্চাটি খুব বিড়াল ভালোবাসে । জ্যান্ত বিড়ালকে চুমু দেওয়া আর আদর করা ওর স্বভাব । মনিষা বিব্রত হয় অসুখের ভয়ে । আবার বিড়ালের লোম আরেক যাত্না

। তাই এক জাতের বিড়াল কিনেছে যারা লোম ছড়ায় না। এদের নাম Sphynx---!

আবার **বেঙ্গল** নামে আরেক জাতের বিড়াল আছে যারা কম লোম ছড়ায়। নামের মাধুরীতে আট্‌কা পড়লেও

শিশুর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে, অন্যজনকেই আনে-- বেঙ্গলকে না এনে।

এখন শিশুটি বাঁধা থাকে ওর রিডিং রুমে। সাথে থাকে বিড়াল। উৎপাত করেনা আর অযথা লোম ঝরায় না। মজায় আছে মনিষা আর তার মানবী।

মার্জারের সঙ্গে মিলেমিশেই।।

প্যান্টি

Anti-Cellulite Massage নিয়মিত নেয় ভ্রমর ।

স্বামী ডোয়েন ওকে অগাধ স্বাধীনতা দিয়েছে এইসব মাসাজ নেবার । ওকে সুন্দর দেখতে চায় কালোবরণ ডোয়েন । চায় ওর স্ত্রীকে দেখে লোকে হিংসায় জ্বলুক । এত ফর্সা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ওর বৌ !

নাম যার ভ্রমর তার রং কালো না হলেও মনটা আঁধারে ঢাকা । যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো সে ওকে বিয়ে করতে অক্ষম কারণ পারিবারিক বাধা আছে ওদের মিলনে । **ডোয়েনকে বিয়ে করে সুখে আছে ভ্রমর । বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ।** আসলে সে সুখেই আছে কারণ মাসাজ করে ওর এক্স বয়ফ্রেন্ড তূর্য ।

মাসাজ পার্লারেই দেখা হয় নতুন করে । ভ্রমর আগ বাড়িয়ে কিছু জানায় না ডোয়েনকে । **আর আদরে ডুবে যায় মাসাজের সময় ।** এই মাসাজ করার সময় ভ্রমরকে ভ্রমে নয়, নিয়ম অনুসারেই -একটি লেংটি পরিয়ে শোয়ানো হয় যাতে ওর হিপ্, থাই ও অন্যান্য অঙ্গে সহজেই অ্যাক্সেস পায় মাসাজ কর্মী ।

কাজেই নিষ্ঠাভরে নিয়ম পালন করে তূর্য আর খুশী হয় ভ্রমর ।

ডেলিভারি ম্যান

পিৎজা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ডেলিভারি করবে এক যুবক । নাম তার প্যাট্ । বাড়ির পাশেই শপিং মল হওয়া সত্ত্বেও মাসে কড়কড়ে কিছু ডলারের বিনিময়ে মধুলিকা এই সার্ভিস নেয় ; যেচে ।

সংসারের কাজে সাহায্য করে স্বামী পার্থসারথী । তবুও হাতে সময় কম থাকে বলে দাবী করা মধুলিকা আদতে প্যাটকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক ।

স্নায়ুর অসুখে কিঞ্চিৎ অবোধ প্যাট , ইদানিং একটা সার্ভিস দিতে শুরু করেছে যাতে ওকে কারো ওপরে নির্ভর করতে না হয় । সেই সার্ভিসে ও মোট ১০জন মানুষ যোগাড় করেছে ইতিমধ্যেই যার মধ্যে ৮জন মানুষই মধুলিকার পরিচিত । **প্যাটকে, মুক্ত জীবনের স্বাদ দিতে ইচ্ছুক মধুলিকা, জানে জীবন সংঘর্ষের**

কথা । তাই খেটে খাওয়া মানুষ হিসেবে অন্যকেও ফুলের স্পর্শ দিতে চায় । প্যাটের মুখে একটা আলাদা ঔজ্জ্বল্য এসেছে । নিয়মিত কাজে যায় সে আর সময় পায়না টিভি দেখার !!

সুবনফামা

এই দেশে, আজকাল মানুষের কোনো লিঙ্গ ভরতে হয়না- সরকারি কাগজে । সবাই মানুষ । কোনো জেন্ডার নেই কারো । পুরুষ , মহিলা, নপুংসক কিছুই না ।

এই নব নীতির জন্য আধুনিক প্রজন্ম খুব খুশী ।

ওরা চায় ম্যারেড , আনম্যারেড-টাও উঠে যাক্ । সবার নামও একই ধাঁচে দেওয়া হচ্ছে । গগন, রোশন, পঙ্কজ , রতন, কাজল, কিরণ, অমল, প্রীত, গীত- ইত্যাদি ।

যেই নেতা এই প্রগতির কারিগর, সেই নেতা রাতে ডিনার খাবার পরে স্ত্রীকে বলছে :: আমরা আজ থেকে আলাদা শোবো । কারণ তুমিও মানুষ আর আমিও মানুষ । লিঙ্গভেদ না থাকলে একসাথে শুয়ে লাভ কী বটে ??

মনোহর

মনজিৎ - নিজের নাম পাল্টে করে ফেলেছে মনোহর । আসল নাম মনজিৎ কৃপাল সিং । নেমকার্ডে লেখে মনোহর । ইদানিং আরো শর্টে লেখে **ম্যান** ।

কারণ জানতে চাইলে শোনা যায় যে ভারতীয়, পাঞ্জাবী ক্লায়েন্ট যারা , তারা বেশিরভাগই ভারতীয় বলে পয়সা দিতে চায়না । বলে :: **আরে দেশী ভাইয়ের সাথে দেখা হল, এই কি কম নাকি ?**

তারপর কিছু ইমোশন্যাল খেঁজুড়ে গপ্পো শুরু করে দেয় । তিনটি ঘুরে-ফিরে করে , অপারেশান ব্লু-স্টার, ইন্দিরা গান্ধী হত্যা আর ক্রিকেট !

কাজেই অর্থ দাবী করা মুস্কিল হয়ে ওঠে । কিন্তু মনোহরের তাতে চলে কী করে ?

তাই মনজিৎ বদলে করেছে মনোহর । আর ম্যান লিখলে কেউই আর ধরতে পারেনা । মাথার চুলগুলো রাঙিয়েছে । সোনালি চুল , রকমারি রং এর গোঁফ দাঁড়ি আর বিদেশী চাপা পোশাকে কেউ ওকে চিনতে পারেনা । ঘরে ঢুকেই সাহেবী টোনে একগাদা ইংলিশ

বলে এমন জাঁকজমক ঘটিয়ে ফেলে যে কেউ জানবার সুযোগই পায়না যে সে কোন দেশের মানুষ !

এখানে তো খোলাখুলি বলতে পারবে না যে সে এই জাতের লোকের কাজ করবে না । তাহলে লোকে ওকে রেসিস্ট বলবে আর ফেসবুকে মান-সম্মান হারাবে ।

কাজেই দেওয়াল লিখনে গালি না খেয়ে এই বিশেষ প্রথার শরণাপন্ন হয়েছে মনজিৎ ।

এইভাবেই একের পর এক মানুষের মন জয় করে চেলেছে মনজিৎ ;আস্ত ম্যানইটার নয় একজন দায়িত্ববাণ ম্যান হয়ে ।

বুনো

বুনো মানুষ ছাম্-- নিরামিষাশী । বনে বাস করলেও তারা মাংস খায়না ।

যুগ যুগান্ত ধরে বুনো এই প্রজাতি, পশুদের ভালোবাসে । বলে , ওরা আমাদের সখা ও আপনজন ।

অনেকে ওদের গৃহপালিত করে রাখে । হরিণ , শূকর, বাঁদর , হাতি, মোষ , কচ্ছপ সবই পোষ্য হয় ।

অনেকে মোষের দুধের ব্যবসাও ফেঁদেছে ।

অনেকে হাতিকে ; দর্শনীয় এক জন্তু হিসেবে রেখে কিছু কামিয়ে নেয় ।

তবুও ওরা মাংস খায়না । ছাম্ মানুষ , প্রোটিনের জন্য খায় এক আজব বস্তু ।

কোনো পশুকে তীরের ফলায় ক্ষতবিক্ষত করে- চুইয়ে পড়া রক্ত , বড় বড় কাঠের তৈরি লম্বা জারে সংগ্রহ করে ততক্ষণাৎ পান করে । এতে নাকি দেহে বল আসে যার ফলে ওরা বন্যপশুদের লালন পালন করতে পারে ।

নিরামিষাশী এই ছাম্ প্রজাতির প্রোটিন, আরো আসে মোষের দুধের থেকে ।

তবে রক্তপান বিশেষ খাদ্য হিসেবেই পরিগণিত হয় ।

চাঁদনী রাতে -বন্যপশুর রক্তপান করে ওরা হয়ে ওঠে বুনো । বনজোছনার গাঢ় অন্ধকারে ।

মিউজিয়াম

ঘন বনে , পটার ড্যামের পাশে এক সংগ্রহশালা শুরু করেছে আদিবাসী নারী সামায়রা ।

আদিবাসীরা আজও বিদেশী সমাজে ব্রাত্য । তাই বিদেশীরা ; ওদের মিউজিয়ামে নিজেদের মনের মতন সমস্ত- সংগ্রহ করা জিনিস রাখে । আদিবাসীদের শিল্পকলাকে আদিম রূপ থেকে বঞ্চিত করে । তাতে আধুনিক রূপ দিয়ে একটা জগাখিচুড়ি তৈরি করে । **তাই সামায়রা নিজে একটি মিউজিয়াম শুরু করেছে ।**

সেখানে সে- আদিবাসী সমাজের আদিম শিল্পকলা ও ধাতব বস্তু ইত্যাদি প্রদর্শন করে ।

বহু মানুষ ওখানে আসে । ঘন বনের ভেতরে হওয়া সত্ত্বেও । দর্শনার্থীদের ; সামায়রা নিজে আলিঙ্গন করে ; মুখে লাল রং এর বড় বড় দাগ কেটে মিউজিয়ামে ঢোকায় । অনেকে অবাক হয় যখন শোনে যে সে-ই কিউরেটর । মিউজিয়ামের রক্ষক ।

পটার ড্যাম আমাকে চিরকালই মুগ্ধ করেছে।

আর এখানে উঁচু পাহাড়ে আছে দিলারা ঝর্ণা।

ঝর্ণার জল কোথা থেকে আসে আজও ভূবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেনি। সামায়রা ও তার সাথীরা বলে যে এর জল আসে মাটির ভেতর থেকে। এক আদিবাসী যুবক একবার, এক বিদেশিনীকে জল পান করানোর অভিপ্রায়ে মাটিতে একটি তীর নিক্ষপ করলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সফেদ দুধের ফেনার মতন মিষ্টি জল। সেই থেকেই এই ঝর্ণার শুরু। সেই জল নাকি কখনো শুকায় না। শত গরম পড়লেও না।

এক আঁজলা পান করে দেখলাম, পুরো মাদার ডেয়ারি মাখন না তোলা ঘন দুধের মতন স্বাদ ।

ব্যাপারটা রহস্য হয়েই আছে। আজ পর্যন্ত যে-ই এই রহস্য ভেদে আগ্রহী হয়েছে- সেই নাকি মৃত অবস্থায় পড়ে থেকেছে কোথাও। **কাজেই সায়েন্স আর মানুষের সংস্কার নিয়ে নাড়াচড়া করেনি। ঝর্ণা বয়ে চলেছে দুধ ফেনায়। বৈজ্ঞানিকেরাও -মাতৃদুগ্ধের মতন দুহাত ভরে পান করে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে এই রহস্য ভুমে।**

পুষ্টি

আজকাল মানুষ স্বাস্থ্য সচেতন ।আগেকার যুগের মতন নয় । হার্ট, লাংস, লিভার ভালো রাখতে নানাবিধ্ ক্রিয়াকর্ম করতে আগ্রহী ।

জিম্, যোগা, ফিউশান নাচ , খেলাধূলো করে দেহকে মজবুত ও সুস্থ রাখতে চায় ।

সময় বড় কম সবার । দিনের মধ্যে ২৪টা ঘন্টা । কাজ অনেক । তারওপরে পুষ্টি নিয়ে আলাদা ভাবনার সময় নেই । আজকাল সবকিছুরই সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায় বাজারে । **আমাদের নায়ক অশোকতরু আর তার দুই ছেলে- কর্ণ ও সুবর্ণ , বার্গারের মধ্যে সমস্ত সাপ্লিমেন্ট পিল্ আকারে পুরে, খেয়ে নেয় ।**

সময় বাঁচে আর সুস্থও থাকে দেহ । একটু বুদ্ধিটা সাফেল্ করে নিয়ে ।

ফেমাস্

ফেমাস্ হতে অনেকেই চায় । সবাই নাহলেও ।

কিন্তু ফেমাস্ হবার মতন গুণ অথবা সাহস বা রূপ সবার থাকেনা । কাজেই তুলিকা একটা আজব পথ ধরেছে ।

তুলিকার মতে যাদের কেউ চেনেনা তাদের অস্তিত্ব রাখা বৃথা । ছোটবেলা থেকেই সে বিখ্যাত হতে চাইতো । বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করতো প্রায়ই :: আমি কি জিনিয়াস্ রে ?

ওরা সবাই বলতো : তুই খুব ট্যালেন্টেড্ কিন্তু জিনিয়াস্ না ।

দু:খ হতো তুলিকার । জিনিয়াস্ ব্যাতীতও যে অস্তিত্ব হয় তা যেন সে জানেনা । ওর কাছে প্রখ্যাত অথবা মৃত । এই দুইজাতের মানুষই আছে ।

আজকাল তো ফেসবুকের যুগে বিখ্যাত হওয়া সোজা । কত লুকানো প্রতিভার দেখা মেলে । অনেকে মেনস্ট্রিমে সুযোগ পায়না । পরে আন্তর্জালের দৌলতে নিজেদের মেলে ধরে । নামধাম হয় । ক্ষেত্র বিশেষে যশের সাথে আসে অঢেল অর্থ ।

কাজেই উইকিপিডিয়ায় নিজের নাম সংযোজনের জন্য তুলিকা একটা অদ্ভূত কাজ করলো ।

কপাকপ্ পোকাসহ ফুলকপি খেতে শুরু করলো । দিনে অনেকগুলো করে পোকা খায় । ওরফে ফুলকপি । পোকায় প্রোটিন আছে । আজকাল পোকা খেতে অনেকে উৎসাহ দেয় । কাজেই বাঙালী পোকা খেকো নারী হিসেবে, ওর নামও ওঠে উইকিপিডিয়ায় ।

আনন্দে আছে তুলিকা । জীবনের ক্যানভাসে বিমূর্ত তুলিরেখা এঁকে ।

বিমাতা

সাগরের বাবা কিন্তু ওর বিমাতা কণাকেই আগে বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিলো । কিন্তু কণার মা জীবিত থাকায় তা সম্ভব হয়নি ; জাতের জন্য নয় ,সাগরের বাবা সমরের পেশার জন্য ।

ফাইনান্সারের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেনা বলে । দিনরাত টাকা পয়সা ঘাঁটাঘাটি করে ওরা নাকি মেশিনে পরিণত হয় । কাজেই বিয়েতে কণার মা আপত্তি জানায় । মাকে দু:খ দেবেনা বলে কণা, সমরের গলায় মালা না দিয়ে মায়ের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করে ।

পাত্র থেকে বর হবার কিছু মাস পরেই অনিন্দ্য মারা যায় । ইতিমধ্যে সাগরের মা বন্দনা ; বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় সমরের সঙ্গে । ঘোরতর সংসারি সমর পরে এক নিমন্ত্রণের আসরে আবার কণার মুখোমুখি হয় । পুরনো সম্পর্ক জেগে ওঠে । সমর ; নিজ স্ত্রী পুত্র

ইত্যাদির কথা না ভেবে কণার সাথে লিভ্ ইন রিলেশানে যায় । ছোট ছোট বাচ্চারা তাদের বাবাকে খুব মিস্ করে ।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বাবা নেই , নেই স্কুলের ফাংশানে ---ওরা খুব দু:খ পায় ।

অনেক পরে বন্দনা মারা যায় আগুনে পুড়ে ।

তার মৃতদেহ-তে, বাবা সমরকে হাত দিতে দেয়না সন্তানেরা । মৃত্যুর পরেই কণাকে বিয়ে করে সমর ।

বিয়ের আসরে তার মেয়ে গেলেও ; পুত্র সাগর অনুপস্থিত থাকে ।

নদীতে , মাঝিদের সাথে গান গাইতে গাইতে সেই রাতটা কাটায় ।

মাঝিরা যদি বলে :: খোকাবাবু সেখানে গেলে ভালোমন্দ খেতে পেতে । নতুন মায়ের সাথে কথা হত ।

শুনে সাগর খুব হাসে । হেসে বলে ; যাকে আমার বাবা আজকে বিয়ে করলো সে আমার বাবার দ্বিতীয় বৌ, মায়ের সতীন , বোন শিরিনের নতুন মা আর **আমার কেউ না!!**

অচেনা মানুষের বাসায় যাওয়া আমি পছন্দ করিনা ।

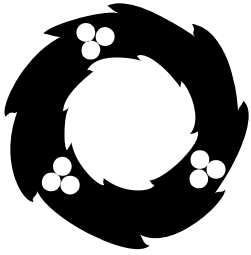

রূপতাজ বেগম

নাম বেগম অথচ থাকে ফুটপাথে । পরবাসে এসেছিলো প্রায় দশবছর পূর্বে ; রূপতাজ বেগম কলকাতার বরানগর থেকে ।আসার আগে অবশ্যই নার্সিং পাশ করে আসে । বিদেশে এসেছে বিবাহসূত্রে । স্বামী আফতাব্ , ব্যাঙ্কে কাজ করে । মানুষকে লোন্ দেয় । সেইসব ব্যাপারে সাহায্য করে ।

মমতাজও এসে ভালো হাসপাতালে কাজ নেয় । ভালই কাজ করছিলো । সাইকিয়াট্রি ওয়ার্ডে । একদিন বুঝি কোনো পেশেন্টকে উদ্দেশ্য করে -- **পাগল ছাগল দেখলে ভয় লাগে ;** বলে এগিয়ে যায় ।

সেই যে ওর বিরুদ্ধে কমপ্লেন যায়, তার মাশুল দিতে আজ সে ফুটপাথে । চাকরি যায় রুড্ ও কম্প্যাশান নেই বলে । লোকে ওকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ডার্টি

ইন্ডিয়ান বলে খুব গালি দেয় সোসাল মিডিয়ায় । ফলে ওর স্বামী আফতাব্-ও ওকে ত্যাগ করে ।

যদিও ওর বন্ধুরা বলে যে আফতাব্ একটা ছুঁতো খুঁজছিলো । ওর ; সাদা বান্ধবীদের প্রতি আকর্ষণ বেশি সেইজন্য । বৌকে ছাড়ার একটা কারণ পেয়ে গেছে এবার ।

মানহানির ভয়ে রূপতাজকে ত্যাগ করলে, বেগম সাহেবা বেকার ও সম্বলহীনা হয়ে পড়ে । কাজেই পথই এখন ওর ঘর ।

স্লিপ অফ্ টাং এর জন্য সংসার স্লিপ হওয়া রূপতাজ ; নিজের মনে কাল্পনিক শ্বেতপাথরের অলীক এক তাজমহল গড়ে । ইয়ারুলাপাং থুড়ি যমুনা নদীর ধারে ।

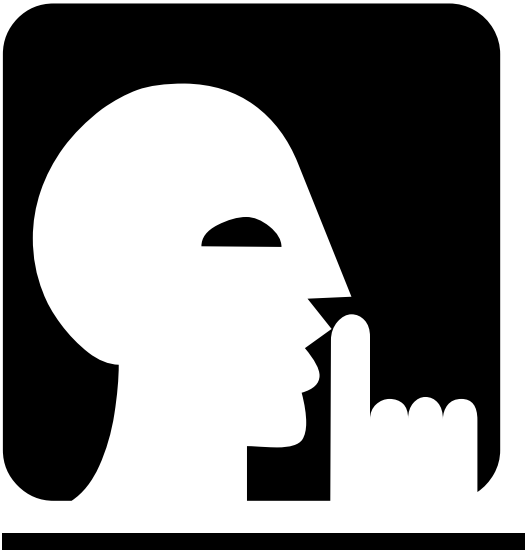

ঝরা পাতা :

আমি সুদূরের পিয়াসী । স্বেচ্ছায় হইনি হয়েছি বুকের ভেতরে এক জ্বালায় । আমি ছিলাম বাবা মায়ের এক মেয়ে , ঘোর কৃষ্ণবর্ণ , ঘোলাটে চোখ । তাই ছিলাম অনাদরের বড় অনাদরের । সকালের রোদ যেমন দাঁতহীন সেরকমই আমিও ছিলাম নিস্তেজ , বিবর্ণ ।

ছিল একটি সুন্দর সতেজ মন আমার । তাই নিয়েই বেঁচে ছিলাম আমি , ঐ কুৎসিত পরিবেশে । বাবা মায়ের বকা ঝকা , গালিগালাজ আমাকে কষ্ট দিলেও চুপ করে সব সইতাম । মনে মনে ভাবতাম একদিন হয়ত আমি ভালো চাকরি নিয়ে সুদূরে চলে যাবো আর এখানে আসবো না । আমার ভাইও খুব কালো কিন্তু ওকে বাবা মা কিছু বলতেন না ।

আমার যা রেজাল্ট তাতে করে আমাকে মেধাবী বলবেন সবাই । তাই হয়ত একদিন চড়ে বসলাম বিমানে । চললাম সব পেয়েছির দেশ আমেরিকায় , গবেষণার কাজে ।

আমার বিষয় জ্যোতির্বিজ্ঞান । গ্রহ নক্ষত্র আমাকে শান্তি দিতো । তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতাম মাটিতে নামতে চাইতাম না । তাই বিদ্যার বিষয় বেছে নিলাম ঐ সাবজেক্টকে । গো প্লাস এষণা অর্থাৎ গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে চলতো লেখালেখি । ভালো ভালো কবিতা ও গল্প লেখার চেষ্টায় জড়িয়ে পড়লাম অনেক ওয়েব পত্রিকার সাথে , লেখা দিতাম ছাপা হত কিংবা হতনা । কিছু একটা হত । অনেকে ভূয়সী প্রশংসা করতেন তাতে অন্যের হিংসা বাড়তো । এইভাবে আমি এগিয়ে চলতে লাগলাম । একদিন আমার বই বার হল একটি ওয়েবসাইট থেকে ।

খুব ভালো লাগলো । নিজে জড়িয়ে পড়লাম একটি অ্যাফ্রিকান ছেলে ভিভিয়ানের সাথে ।

ভিভিয়ান আমাকে খুব ভালোবাসতো । ওর আগের স্ত্রী লোর্ণা ওকে ছেড়ে চলে যায়নি , মারা গিয়েছিলো । ভিভিয়ান তারপর থেকে একলা । ভারি একলা ।

আমরা মিললাম সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে । প্রথমে ওকে আমার খুব অহংকারী মনে হলেও পরে জানলাম বেশ ভালোমানুষ । আসলে নেটে তো মানুষ চেনা সহজ নয় !

এইভাবে আমরা বিয়ে করলাম । কিন্তু ভিভিয়ানও ধাপ্পা । ভীষণ ধাপ্পা ।

আমাকে চরম অপমান করতো । আসলে ও কোনো কাজই করেনা । খালি মদ খায় আর ড্রাগ্স নেয় । আমাকে কাজ করে ঘর দুয়ার সামলে চলতে হত তারপরে ওর মুড অফ হলে মারধোর দিতো আমাকে । আমার টাকায় খেলেও আমার কোনো স্বাধীনতা ছিলনা । এইভাবে আমি মুষড়ে পড়লাম । যেই বাড়িকে চিরতরে ছেড়ে এসেছিলাম সুদূর পরবাসে সেই বাড়িকেই আঁকড়ে ধরলাম । ভাই এলো বিদেশে । আমরা একসঙ্গে থাকতে লাগলাম । মায়ের সাথে ফোনে কথা হত । মনের বরফ গলে জল ।

দূরত্ব মনে হয় নিকটত্ব বাড়ায় । আর ছিলো চ্যাট রুম । তাতেই খুঁজে নিতাম আনন্দ ।

আবার পেলাম নতুন মানুষ তবে চ্যাটে নয় , পথে । যেতে যেতে বাসে । বেড়াতে বেশ ভালো লাগতো । একা একা চলে যেতাম নানান জায়গায় সেরকমই এক জায়গায় দেখা পেলাম সুব্রতর । সুব্রত খুব ভালো মানুষ । খাঁটি সোনা যাকে বলে । আবার ডুব দিলাম প্রেম অরণ্যে । আবার বিয়ে । এবার পাকাপাকিভাবে চলে এলাম দেশে , কেরালায় ।

সুব্রত বাঙালী হলেও অনেককাল কেরালায় ছিলো । ওর বাবা ছিলেন ওখানের ফিশারিজে ।

আমাদের একটি মেয়ে হল । নাম দিলাম আদিরা । আদিরা খুবই স্মার্ট মেয়ে ।

কালো হলেও একটা চটক আছে চেহারায় । দক্ষিণীরা দেখলাম কালো নিয়ে বেশ ভালো পরিমানেই হাসাহাসি করে । যেন মেঘ বেশি কালো না ভ্রমর !

আমার মেয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হল । মন হল উদার , বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় গড়ে উঠলো চরিত্র । দৃঢ় , ঋজু । কিন্তু নদীর ওপাড় কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস !

হ্যাঁ এই বিয়েও সুখের হয়নি । একদিন ভ্রমণ করতে গিয়েই সব তচনচ হয়ে গেলো ।

আমরা গিয়েছিলাম সি -বিচে । সেখানে অর্ধ নগ্ন মহিলা দেখে দেখে আমার তৎকালীন স্বামী সুব্রত যেন কেমন হয়ে ওঠে ! চরম বেপরোয়া ও ইরেস্পন্সিবেল ।

একটি রোদপোয়ানো মেয়েকে ও ধর্ষণ করে ফেলে । তাতেই বিপত্তি ।

আবার আমি একা । আমি ওকে ক্ষমা করে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সুযোগ দেয়নি । আমার ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে ও হোটেলের ঘরে আত্মহত্যা করে ।

আদিরা আর আমি একদম একা হয়ে গেলাম । এইসব দেখে শুনে আদিরা বিয়ে করতে রাজি নয় । **ও সারাজীবন একা থাকতে চায় । ভয় পায় বিয়ে কে , কমিটমেন্টকে নয় , ভয় পায় বেড়াতে ।**

ঐ ঘটনার পরে আমরা দুজন আর কোথ্থাও বেড়াতে যাইনি । ছুটির দিনে আমরা ঘরে বসে লুডো খেলি কিংবা সুডোকু করি । একঘেয়ে লাগলে ওয়েবসাইট খুলে ভ্রমণ কাহিনী পড়ি । কিন্তু কোথ্থাও আর যাইনি । **মনে পড়ে যায় নির্মম ও ব্রতচ্যুত সুব্রতকে ,**

আমার , আমাদের মেয়ে , আমাদের আদর -আদিরার ।

ধিতাং তাং

ধিতাং বোলে উপত্যাকা মাতাল । মাদল বাজিয়ে বাদল সিং নাচছে । ওর বনজ বন্ধু ফিরিং, এক শিল্পী । আদিবাসী শিল্পী । প্রাকৃতিক সব বস্তু নিয়ে ছবি আঁকতো । ইদানিং রাজনৈতিক বিষয়ে আঁকছে ।

উন্নত মানুষের কবলে পড়েছিলো ওদের দেশ, ভূমি ।

তারা দলে দলে এসেছে । অস্বীকার করেছে বনজ মানুষকে , তাদের সংস্কৃতি , সভ্যতা ।

বলে :: এরা অসভ্য জাত । সভ্যতা আবার কি ?

এখন দেশে ওরাই রাজত্ব করছে । কিন্তু স্বাধীন দেশ হলেও আদিবাসী লোকেরা এখানে একপ্রকার অবাঞ্ছিত ও অনাদৃত । তাই বিভিন্ন চিত্র এঁকে ও প্রদর্শনী করে করে সচেতনতা বাড়তে আগ্রহী ছিলো ফিরিং ।

সম্প্রতি একটি গাড়ি , এলোমেলো ভাবে ফুটপাথে উঠে অনেক মানুষকে চাপা দেয় । তারমধ্যে ফিরিং-ও ছিলো । **আসলে এক বড়লোকের ছেলের, মানুষ টিপে মারা খেলা খেলতে ইচ্ছে হয়েছিলো তাই এরকম ঘটনা ঘটে ।**

ফিরিং এর অবর্তমানে ওর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাদল সিং । মাদল বাজিয়ে বাদল মানুষকে ডেকে নিচ্ছে আর অপূর্ব বোলে আকৃষ্ট মানুষ ; ওর কাছ থেকে নানান লিফ্লেট পেয়ে মুগ্ধর সাথে সাথে দগ্ধ হচ্ছে বিপ্লবের আগুনে !

যেই শহরে মাদল বাজে ও বাদলের বাস , সেই শহর খুব শীতল এক স্থান । অসম্ভব ঠান্ডা পড়লেও এখানে সেইভাবে বরফ পড়েনা । বরং গাছে ও সবুজ বনভূমে অনেক সাদা তুষারকণা দেখা যায় ।

ধিতাং তাং তাং বোলে সেই তুষারে যেন রোদের পরশ লাগে । সূর্যের আভায় চক্চক্ করা উপত্যকা আরো বোদ্ধাদের আকর্ষণ করে যারা বিভেদ ভুলে সীমারেখা

মুছে দিতে চায় । তারা হিউমান হতে আগ্রহী , বেইমান নয় । তাই ওদের সভ্য সমাজে -বনজ মানুষের যে অবদান আছে তাকে স্বীকৃতি দেয়।**বনজরাও ;ওদের বনফুলে সাজিয়ে বনমুর্গি আর বন্য শামুকের কারি খেতে দেয় ।**

বদমাইশ

দুরারোগ্য এক ব্যাধিতে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে আক্রান্ত হয়েছে হেল্‌গা । হেল্‌গা বিস্ট । বর্তমানে তার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই । স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হয়েছে অনেকদিন হল । আগে আলাদা ছিলো পরে ডাইভোর্স হয়ে যায় ।

স্বামী প্রবাল নাগ, বহু চেষ্টা করেছিলো নিজের ছেলেকে নিজের কাছে রাখার অথবা দেখা করার অনুমতি পাবার । কিন্তু হেল্‌গা , কোর্টে এমনসব সাক্ষী যোগাড় করে যারা প্রমাণ দেয় যে প্রবাল এক নষ্টমানুষ । হিংসা প্রবণ ও ভালগার । কাজেই বাবা হিসেবে ; নিজের সন্তানকে দেখা তো দূরে যোগাযোগ করার কোনই অধিকার ছিলোনা তার ।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে পড়ে হেল্‌গা এখন সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছে প্রাক্তন স্বামীকে খুঁজে বার করার জন্য ।

প্রবাল ; ফেসবুক মারফৎ জানতে পেরেছে সন্তানের অসহায় অবস্থার কথা । তার মা না থাকলে- কিশোরটির ভরণপোষণ কিংবা তাকে সুস্থ সংস্কার দিয়ে বড় করার যে লোক নেই দ্বিতীয় সেটা এক্স স্ত্রীর সোসাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে জেনেছে প্রবাল নাগ । কিন্তু হেল্‌গার সাথে যোগাযোগ করেনি ।

অনেক পরে এক শুভানুধ্যায়ীর চাপাচাপিতে সে হেল্‌গাকে ইমেল করে । ডিজিট্যাল চিঠিতে সাফ্‌ জানায় যে যাকে হেল্‌গা স্নেক ;মানে নাগ আরকি, বলে ব্যঙ্গ করেছে কোর্টে সে আসলে এক নাগই । কাজেই বিষাক্ত তার পদচারণা । হেল্‌গাকে সে সাহায্য করতে পারছে না । আর বর্তমানে সে ভীষণ ব্যস্ত কারণ তার একমাত্র পোষা কুকুর ডেরেক সম্প্রতি গ্র্যাজুয়েট হয়েছে । তার ফাংশান নিয়ে বেজায় জড়িয়ে পড়েছে প্রবাল । **কাজেই হেল্‌গাকে হেল্প করতে একেবারেই অক্ষম সে ।**

বাজ

বাজ পড়েছে শীলার মাথায় ! ওর ক্যাবলা স্বামী , যাকে লোকে ক্যালা বলে ডাকে- তার এলোমেলো স্বভাব ও অলস মনোভাবের জন্য সে নাকি চিড়িয়াখানায় একজন সিংহ বিশারদ্ হিসেবে যোগ দিয়েছে ।

সিংহ বিশারদ্ না বলে রক্ষক বলাই মনে হয় ভালো ।

সিংহের খাঁচায় ঢুকে ক্যালা , মাংস ইত্যাদি দেয় । সিংহের মাথায় গায়ে হাত বুলায় । সিংহ ওর কোলে শুয়ে থাকে ।

গোটা মূর্গি,হাঁস ,টার্কি ছাড়িয়ে নিয়ে সিংহের খাঁচায় রেখে আসে । জীবটিকে আদর করে বলে আসে যে এবার পেট ভরে খাও । সিংহ হাই তোলে, ঘুমায় আর ক্যালাকে খোঁজে ।

আসলে ক্যালার স্ত্রী শীলা ; একদিন ওকে বলে ফেলে যে তোমার স্মৃতিশক্তি গেছে মানে আলঝাইমার্স রোগে ধরেছে তোমায় । তাতেই খুব অপমানিত হয়েছে ক্যালা

আর নিয়মিত চামড়া ফ্যাক্টরির কাজ ছেড়ে দিয়ে সিংহ খাঁচায় গিয়েছে । এমন কিছু করতে যেখানে অতি এলার্ট আর তটস্থ থাকতে হয় ।

আলঝাইমার্স কোথায় ???

বরঞ্চ চামড়া সেখানেও -তবে সেটা না ছাড়ানোতেই মঙ্গল , এই আর কি ।

সেবা

লিডিয়ার একটা প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই ।

ওর স্বামী অন্য স্টেটে কাজে গেছে । এইসময় ওদের বন্ধুর দল নিজেদের মধ্যে বর ও বৌ বদল করে । যার স্বামী থাকেনা তার স্ত্রী অন্য বন্ধুর মানে পুরুষের শয্যা সঙ্গিনী হয় । লাইফ নাকি এমনিই খুব বোরিং কাজেই রোজ একই পেট ও একই স্তন নিয়ে ভুলে থাকা খুবই মুস্কিল । তাই এই ব্যবস্থা । কারো পত্নী বাইরে গেলে সেও অন্য বন্ধু স্ত্রীর সাথে শোয় ।

লিডিয়া এই প্রথার ঘোরতর বিরোধী । ওর স্বামী বিজয় অন্য শহরে কাজে গেছে । সপ্তাহে একদিন সে আসে । তাই লিডিয়াকে এখন অন্য কারো সাথে আনন্দ ভাগ করে নিতে হবে যদি এই বন্ধু সার্কেলে সে ও তার বর বিজয় মেম্বার হয়ে থাকতে চায় ।

লিডিয়া মেম্বারশিপ্ বাতিল করে দিয়েছে । বন্ধুরা বলেছে যে আধুনিক জীবন আর ঐশ্বর্য্য সবার জন্য নয় । লোকে তার মর্ম বোঝেনা । অযথা সমালোচনা করে । তাই এইসব বুদ্ধুদের ওরা বয়কট করে । আর ওরা নিজেরা খুব সুখে আছে । দু:খ ওদের স্পর্শ করেনা । যদি করে তখন ওরা সেবায় নামবে ।

লিডিয়া বুদ্ধু হয়েই বাঁচতে আগ্রহী তাই ঐ বন্ধু সার্কেল ত্যাগ করেছে । তবে মানুষের কাছ থেকে সরে যায়নি । তাই সপ্তাহে চারদিন সে হোমলেস্ মানুষকে নিজের অতিরিক্ত ঘরগুলি খুলে দেয় । ওরা শীতের রাতে হিটারের তাপে আরাম করে আর ভোরবেলায় ফ্রিতে উষ্ণ কফির পেয়ালায় মজে যায় ।

জীবনের রং বদলে গেছে লিডিয়ার । রং ছেড়ে রাইটকে আঁকড়ে ধরায় ।

ওর প্রশ্ন হল এই যে কোনো ভালো কাজ করতে গেলে নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে কেন অথবা ঝড়-ঝঞ্ঝায়ই বা পড়তে হবে কেন ?

ভালো কাজ তো এমনিই করা যায় !!!

চিরহরিৎ

সবার সব দিন একরকম যায়না তবুও মানুষ হাসে । সারা জগতে অজস্র হিংসা ও ক্রোধের ঢেউ । তবুও আনন্দ লহরী কেউ আটকাতে পারেনা ।

একজন মানুষ চিরসবুজ নয় চির উত্তপ্ত থাকতে চায় ।

ব্যারন ফাহাদ্ এস্টা একজন এমন মানুষ যে সব সময় গরম জায়গায় থাকতে পছন্দ করে ।

খুব স্নান করে সে । ঘন্টায় ঘন্টায় । স্নান করেই আবার স্নান করে । তার নাকি খুব গরম লাগে । তবুও শীতল জায়গা তার ভালোলাগে না ।

বেগাবেগাবেগা নামক এক ছোট শহরে কাজের জন্য আছে । সেখানে অসম্ভব শীত । রোদের মুখ দেখাই যায়না । ফাহাদ্ ওখান থেকে পালাতে চায় । গরম

দেশে অনেক চাকরির দরখাস্ত পাঠায় । কোথাও চাকরি না পাওয়ায় বেগাবেগাবেগা -তেই থাকতে হচ্ছে ।

সম্প্রতি এক পার্টি দেয় । সেখানে গল্প বলে যে আগে মরুতে ছিলো । মরুর যাযাবর দলের সাথে ঘুরেছে ।ওদের মধ্যে ফাহাদ্ রুটি বানানোর কাজ করতো । এই বড় বড় আটার গোলা কেমন হাত দিয়ে চেপ্টে নিয়ে উষ্ণ চাটুতে ভালো করে ছড়িয়ে নিয়ে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতো । মজা লাগতো । একটা তাজা অথচ পোড়া সুন্দর গন্ধও হতো রুটিতে ।

পরে যাযাবর দলের থেকে আলাদা হয়ে লোকালয়ে চলে আসে । এখন আবার গরম জায়গায় ফিরে যেতে চায় । কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না আর।

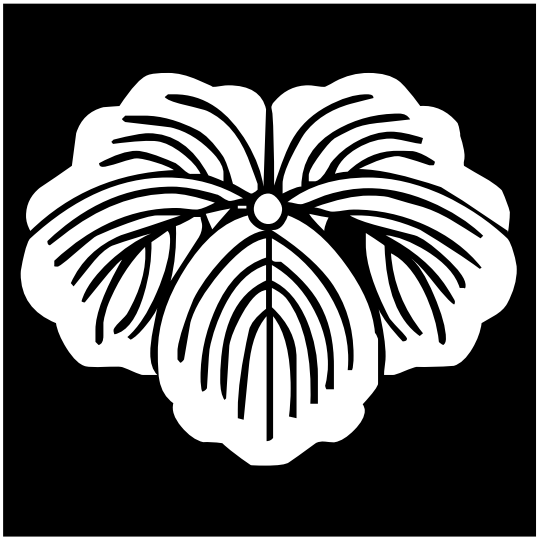

পণ

দক্ষিণী সুঠাম যুবক জেমিনি নারায়ণ অনেকদিন বিদেশে ছিলো । এখন দেশে ফিরে যাচ্ছে । দীর্ঘদিন প্রবাসী এই যুবক দেশে ফিরে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা জানতে চাইলে সে এক মুখ হাসি নিয়ে বলে ওঠে : :

আরে, বিয়েতে মোটা পণ নেবার জন্য এখানে ছিলাম ।

এখন তো বিয়ে হয়ে গেছে , তাই দেশে ফিরে যাবো ।

ওখানে রাজার হালে থাকবো । এখানে চাকর বাকর নেই সব কাজ নিজেকে করতে হয় ।

আমাকে পণ নেবার জন্য দোষী করো না । আমি দেখেছি যে সম্বন্ধ করে বিয়েতে লাস্টে ঠকেই যায় মানুষ কাজেই মোটা পণ নিলে অন্তত: টাকাগুলো সাথেই থাকবে আর বিপদে আপদে সাহায্য করবে তাই আমি পণ নিয়েছি ।

আজব এই লজিক শুনে লোকে হাসবে না কাঁদবে বোঝেনা । কেউ আর মুখ খোলেনা ।

এখানে গাড়ির নম্বর প্লেট নিজে বানানো যায় ।

দ্রাবিড় এই যুবকের গাড়ির প্লেট হল ::: নিজের পয়সায় কেনা ডজ্ গাড়ি ১।

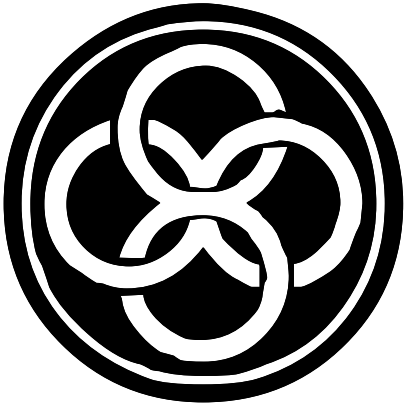

জিলিপি

নিজেকে মিষ্টান্ন কারিগর না বলে, একজন দক্ষ ভাস্কর বলতে অভ্যস্ত মানবিক । আণবিক নয় মানবিক হর্ষ ।

হর্ষ ওর উপাধি । মানবিক ওর নাম । ওর স্ত্রী কোয়েনা ওকে ছেড়ে চলে গেছে । আসলে সে শহর বদল করেছে । চাকরিতে উঁচু সোপানে পা দিয়েছে । হর্ষকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু সে যাবে না । অন্য শহরে গিয়ে সে কী করবে ? এখানে ফুটপাথে বসে জিলিপি বিক্রি করে । জিলিপি নানান রং এর আর আকৃতির । লোকে লোকারণ্য ওর ফুটপাথের স্টল !! পরবাসেও ফুটপাথে স্টল হয় । মানবিক এই যে জিলিপি ভাজে এতে ওর লাভ তো হয়ই মনটাও হর্ষে থাকে । কত লোকের সাথে আলাপ পরিচয় হয় । আজকাল সে কোরিয়ার এক বিশেষ চা দিয়ে বিকেলের খানা সারে । গরম গরম জিলিপি আর কোরিয়ার চা ।

খাসা ব্যবস্থা !

জিলিপির কিছু পেটেন্টও করেছে হর্ষ । মানে মানবিক হর্ষ । আর জিলিপি যে ভাজে, সেটা কী করে বলো দেখি? একটি বড় গাড়ু নিয়ে ;তার মধ্যে ময়দা/ ব্যাসন যাইহোক্ না কেন- ভরে নিয়ে, গাড়ুর নলটি ব্যবহার করে, গরম তেলের ওপরে বিভিন্ন আকারে ফেলে ।

গাড়ুটি অবশ্যই নতুন । ভারতীয় দেখে তবু অনেক বিদেশী সন্দেহ করে ।

হর্ষকে প্রশ্ন করলে বলে :: আরে ভায়া আমি তো কেটলিতে ভাতও রেঁধেছি ।

এক ক্রেতা যিনি নিজে মেম, তিনি আরেক সাহেবকে বলছেন ::: **আরে সব ইন্ডিয়ান ফ্রড আর ডার্টি নয় ।**

ওদের মধ্যেও সৎ , স্বচ্ছ আর স্নিগ্ধ মানুষ আছে ।

ট্রেন স্টেশান

পরিত্যক্ত ট্রেন স্টেশানে বসবাস করে ইওকো । ইওকো কিন্তু বাঙালী । ওর পুরো নাম ইওকো ঘোষাল । মহারাণী এলিজাবেথের জন্মদিনে পুরো দেশে পাবলিক হলিডে । আমি বেড়াতে বেরিয়ে ইওকোর দেখা পেলাম । রেলের ক্যান্টিন খোলা দেখে ঢুকে পড়ি । নানান সসেজ ও ব্রেড খেয়ে দাম দিতে গিয়ে দেখি এটা ইওকোর নিজের বাড়ির কিচেন । ওর বৌ পরিণীতা ওখানে চিকেন কাটছে ।

বিদেশে এসেছিলো মাল্টি ন্যাশেনালের চাকরি ছেড়ে ধনী হবে বলে । পরিণীতা গৃহবধূ ছিলো ।

এখানে এসে ভাগ্যের পরিহাসে ইওকো সর্বহারা হয়ে যায় । লোনের বোঝা সামলাতে সামলাতে কাহিল হয়ে পড়ে । পরিণীতাকে ; একমাত্র পুত্রসহ দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় । পরে ছেলেকে বাপের বাড়িতে দাদু ও

দিদার কাছে রেখে পরিণীতা ওর বিবাহিত সাথীর কাছেই ফিরে আসে । পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ---!!

অনেক গল্প হল । চিকেন খেলাম পরিণীতার স্বহস্তে রান্না করা । সবুজ সবজি ও নারকেল দিয়ে বানানো । চমৎকার খেতে । এইভাবেই পথভুলে কেউ চলে এলে তাদের খাইয়ে ওরা আনন্দ পায় । কাজ সেরকম করেনা তাই হাতে অফুরন্ত সময় । সরকারের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ পায় । তাই দিয়ে চালায় ।

ইওকো বারবার কী যেন বলার চেষ্টা করছিলো- ওর স্ত্রী ওকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিচ্ছিলো ।

পরে ফেরার সময় ইওকো আমাকে একা পেয়ে বলে :: আসলে কারো অভিশাপে আমার এরকম হাল হয়েছে । আমি এখানে এসে প্রথমদিকে, বৌকে না জানিয়ে ন্যুড্ বিচে রেগুলার যেতাম । কে বলে বিজলি শুধু মেঘে খ্যালে ? ন্যুড্ বিচে গেলে বোঝা যায় স্বপ্ন আর সাথী কাকে বলে । এখন মজা শেষে মনে হয়- তাতেই কিছু গোলমাল হয় । হয়ত আমার স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস পড়েছিলো তাই আমি আজ পথে ।

আমি হেসে বলি :: **পথে কোথায় ? তুমি তো জব্বর এক রেল স্টেশানে আছো !**

উত্তরে করুণ হেসে বলে ওঠে ইওকো :: কিন্তু এখানে মানুষ নেই । এ যে কোথায় আমাকে নিয়ে চলেছে আমি জানিনা । তারায় ভরা রাত আর লাল লাল মেঘ কাব্যেই শোভা পায় । জীবনে তাকে আনা যায়না ।

জীবনে রোদ আছে , বৃষ্টি আছে আছে ঝড় , বাতাস ।

ফেরার সময় ওদের বেশি টাকা দিয়ে এলাম । নিতে চায়নি । তবুও বন্ধু হিসেবে দিয়ে এলাম । আমার মনে হল- এই জনমানবহীন প্রান্তরে, রেলস্টেশানটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে---- ইওকো আর পরিণীতাকে আশ্রয় দেবার জন্যই।**দেশ সাজাতে উদ্যত নতুন সরকার হয়ত তাই একে আজও ভেঙে , গুঁড়িয়ে দেয়নি ।**

অনেক পরে খবর পাই সংবাদ মাধ্যমে যে ঐ স্টেশানটি একটি সংগ্রহশালা করা হচ্ছে । সেখানে ইওকো ও তার স্ত্রী ম্যানেজার ও ক্লার্কের কাজ পেয়েছে নিজ গুণে । কারো দয়ায় নয় ।। গর্বে বুক ফুলে ওঠে আমার একজন ভারতীয় হিসেবে ।

মিস্ট্রি শপার্

বিদেশে এসে শপিং পাগল বিপাশা খুব মজায় আছে । যখন স্বামী চাকরিতে চলে যায় তখন নিজের বাচ্চা দুটোকে স্কুলে দিয়েই বিপাশা ওর বান্ধবীদের সাথে চলে যায় শপিং করতে । বেশিরভাগ সময়ই উইন্ডো শপিং করে । নানান বড় বড় মলে ঘুরে বাজার করে কিংবা কেবল দেখে ও কফিপান করে , আড্ডা দিয়ে চলে আসে । বিকেলে বাচ্চাগুলিকে নিয়ে বাড়ি ফেরে । ওদের খাইয়ে পড়াতে বসায় । এখন ওর পতিদেব ইন্টার স্টেটে কাজ করে তাই পনেরো দিনে একবার বাড়ি আসে ।

বিপাশা , এখন মিস্ট্রি শপার্ হিসেবে কাজ করে । বড় বড় দোকানে বা গ্রসারি স্টোরে গিয়ে গিয়ে শপিং করে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে । তারপর সার্ভে সাইটে গিয়ে জানায় নিজের মনের কথা । কেমন ভাবে এইসব দোকানে ক্রেতাদের হ্যান্ডেল করে অথবা যা বলে সেইরকম ডিস্কাউন্ট দেয় কিনা ইত্যাদি টুকিটাকি ।

প্রায়ই নানান অফার পায় । তাই দিয়ে ওর সাংসারিক খরচ অনেকটাই চলে যায় ।

স্বামী রৌণকের সাথে যোগাযোগ কম করে । টাকা অনেকটাই নিজে রোজগার করে বলে ।

আর কানাঘুষোয় শুনেছে যে রৌণক নাকি এক ডেন্টিস্টকে ডেট করছে । তার সাথেই রাতে থাকে ।

অমৃতসর থেকে এসেছে মেয়েটি । ওর নাম পিয়াস্ ।

পিয়াসের তৃষ্ণা মেটাতে ব্যস্ত রৌণকের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করেনা বিপাশা । এলোপাথারি প্রশ্ন করে আর আলগাভাবে মেশে । দেখে যে ওর স্বামী তাতে একটুও মনঃক্ষুন্ন হয়না !

স্বামীর মোবাইলে দেখেছে পিয়াস্ আর রৌণকের এক্সটিক্ লোকেশানে ছুটি কাটাবার ভিডিও ।

নানান পোজে ওদের মিলনের **এম এম এস** !

আর কথা শুনেছে পিয়াসের । ও নাকি কোন পেশেন্টকে ফর্ম ফিলাপ করতে দিয়েছিলো । সেখানে লেখা ছিলো কটা কিড্স , ব্রেস্টফিডিং কিনা ইত্যাদি ।

সেগুলো শুনে রৌণক ওকে জিজ্ঞেস করছে যে ব্রেস্ট ফিডিং টু হুম ? কিড্‌স্‌ ওর হাবি ?? খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে অর্ধ নগ্ন দাঁত কুমারী ।

গজদন্ত মেলে ধরে । ওকে পাঁজাকোলে নিয়ে সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে বিপাশার একান্ত আপন রৌণক !

জগৎ সংসারকে অবহেলা করে ।

এই ভিডিও এসেছে বিপাশার কাছে এক মিস্ট্রি ম্যানের কাছ থেকে । মোবাইল বন্দী করেছে যে এই ফিল্ম ।

রৌণক হেড়ে গলায় গান ধরেছে :: মনে না রং লাগলে এই হোলি কেমন হোলি , না রং লাগলে ফোটে কি আর যৌবনেরই কলি !!

বন্দী , লালকুঠি ছায়াছবির সব আর ছদ্মবেশীর একটা গান , কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে রৌণকের খুব প্রিয় । ওগুলো শুনলে নাকি ওর বুকের ভেতরে কেমন করে । অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর এইসব গানের সাথে । তখনও কলকাতায় নাকি আবেশ ছিলো । ছিলো স্বপ্ন আর সন্ধ্যামালতীর পরশ ! এখনকার মতন এরকম মৃতনগরী হয়নি কলকাতা ।

কাজেই বাসায়ও রৌণক নিয়মিত এইসব গান শুনতো। ওর হৃদয় ছুঁয়ে যায় এইসব গান ।

পিয়াস্ কে নিয়ে আয়েষ করা রৌণক একদম ভুলে গেছে যে তার কথা মনে পড়লে বিপাশার আবেগ জাগে । আবেশে দুই চোখ বুজে যায় ! হৃদয়ে কেমন লাগে ।

গভীর বেদনা কী ?

বন্দীর সুলক্ষণা পন্ডিত , লালকুঠির তনুজা আর ছদ্মবেশীর মাধবীকে নিয়ে ফ্যান্টাসাইজ করা রৌণক এখন পিয়াস্ নাম্নী ডেন্টিস্টে মজেছে ।

কাজেই মিস্ট্রি শপার্ বিপাশা এবার ভিডিও পাঠানো মিস্ট্রি ম্যানের দিকেই ধাবিত হচ্ছে । আর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে । একটা কমেন্ট, ওর বান্ধবীরা ওকে দিয়েছিলো রৌণকের ব্যাপারে , বিয়ের সময় ---**তোর বরকে কেমন ইটি- দের মতন দেখতে !**

বড় বড় কান , ন্যাড়া মাথা আর ঠেলে বেরিয়ে আসা দুই চোখ ! চোখগুলো প্রস্থেটিক্ কিনা তাও জানতে চায় অনেকে । বলে ::: **বলনা , আমরা কিছু মনে করবো না !**

শুনে শুনে ,তখন খুব চটে যেতো বিপাশা ।এখন প্রতাড়িত হয়ে ; বিপাশার বারবার মনে হচ্ছে যে **গেছে যাক্ । ইটি বইতো নয় ! মানুষ হলে হয়ত থাকতো ওর কাছে ।**

সোনিকা

সোনিকার ভীষণ সমস্যা শুরু হয়েছে । আগে কাজ করতো গ্রসারি শপে । প্রথমে সেল্স গার্ল পরে ফ্লোর ম্যানেজার । ভালো কাজ করতো । বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই ছিলো না তার । কাজের সাথে সাথে উচ্চশিক্ষা নেওয়া ও নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা এই মন্ত্রই জপতো সবসময় ।

বাবা ও মায়ের চাপে বিয়ে করে । পরবাসে অনেক যুগ আছে ওরা । তবুও ভারতীয় রীতিতেই বিয়ে হয় । সম্বন্ধ করে । পাত্র একজন সফল স্টকব্রোকার ।

দুজনের বিয়ে হয় খুব ধুমধাম করে । ধনী এন আর আই দের সেদিন গাড়ি ,পোশাক আর রত্ন , হীরে জহরৎ দেখানোর দিন । মার্জিনালি পুওর ভারতীয় মানুষদের ফ্রিতে ভোজ দেয় সোনিকার বাবা ।

এতসব করে বিয়ে হলেও সোনিকা আত্মহত্যা করে । লোকে বলে অবসাদ । কিন্তু এরকম একজনের অবসাদ হবেই বা কেন ?

সোনিকার স্বামী ওকে গুরুত্ব দিতো না । সবার সামনে অপমান করতো । সোনিকা তার পতিদেবের অ্যাটেনশান পাবার জন্য নিজের হাত কেটে , সিঁড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়ে, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করলেও স্বামী রতিকান্ত বিশেষ খেয়াল করেনি । মুখে বলেছে :: ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও ।

অন্তরে দগ্ধ হতে হতে সোনিকা আত্মহত্যা করে ফেলে । তখন সে অন্ত:সত্ত্বা ছিলো ।

সোনিকার ; মায়াবী ও দরদী বলে সমাজে পরিচয় ছিলো । মানুষকে সাহায্য করা , বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা , নানান টুকিটাকি সৎ পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদির জন্য লোকের মধ্যে অসম্ভব পপুলার ছিলো মেয়েটি ।

আদর্শ সেলসের লোক আর কি !

আর এই স্বভাবটাই ওর বর অপছন্দ করতো । অসম্ভব ইগো ছিলো রতিকান্তর- বিদেশী সিটিজেন হয়েছে বলে । কাজেই যারা নতুন এসেছে অথবা সিটিজেনশিপ্ পায়নি কোনো কারণে , তাদের সাথে ওঠাবসা তো অনেক দূরে , কথা বলাই চলবে না । সোনিকা সেই নিষেধ মানেনি । অবহেলা সহ্য করলেও সে মানুষকে ছাড়েনি । নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছে দিনের পর দিন । ওর স্বামী ওকে মোস্ট সেল্ফিশ পার্সেন অফ্ দা ওয়ার্ল্ড বলেছে ।

এখন রতিকান্ত ওর নামে মেমোরিয়াল সংস্থা খুলে প্রচুর দান ধ্যান করে ।

আর বলে ::আই মিস্ মাই বিউটিফুল ওয়াইফ্ ;আই অলোয়েজ ওয়াল্টেড্ টু স্পেন্ড দা রেস্ট অফ্ মাই লাইফ উইদ্ হার !!!

ছন্দবাণী

সীমান্তে

যেসব মানুষেরা সীমানায় লড়ছে ,

তাদের কথা ভেবে অন্তত: একটু অশ্রু ঝরাও ।

টুইটারে বসে খালি বকম্ বকম্ ---

ডোনাল্ড ট্রাম্প্ তো জিতেই এসেছেন ;

হিলারি তো সেই কটা ভোটও পায়নি ! লোকে ভোট না দিতে গেলে ট্রাম্প্ কী করবেন ?

সীমারেখার পাহারায় মন ঢালো ,

টুইটার সংগ্রামে না গিয়ে !!

মোরগ লড়াই

যখন খুব ছোট ছিলাম ,

তখন দোতলা বাসে করে মামাবাড়ি যেতে যেতে

মোরগ লড়াই দেখতে পেতাম !!

পরে , বাড়িতে মূর্গি কেটে রান্না হতো ।

তখন চিকেনের এতসব খুঁটিনাটি অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ

বাজারে ছিলো না ।

মোরগ লড়াই আজও দেখি ,

অফিসে, দোকানে , হাটেবাটে !

অন্যকে পুড়িয়ে মেরে আমি দমকল বাহিনী
গড়বো ।

কিংবা পড়শী রূপসীর সাথে রূপের রেষারেষি !

পেট ভরে মুর্গী খেয়ে মোরগ লড়াই ;

বুদ্ধ ও বোদ্ধা ;

এরই নাম দিয়েছেন --জীবন ।

দগ্ধ

পুড়ে যায় দাউ দাউ করে,

লন্ডন শহরে- এক মহল ;

এরকম কত মহলই তো পুড়ছে ,

কোথাও রক্তগোলাপ ফোটে, কোথাও বা ঘটে

সর্প দংশন !

নির্দোষ মানুষ ও পশুপাখি দগ্ধ হয় অন্যের
ভুলে , ছোট্ট একটা ভুলে ---

এর থেকে বাঁচার কোনো উপায় আছে কি ??

খেলা

আজকাল খেলা যাকে বলো, সে কি সত্যি
খেলা ? নাকি সবুজায়ন আর পর্যটনের মতন

ইন্‌করপোরেশান ??

নেই আনন্দ , ফুর্তি ।

খালি বাজি ধরে আর টিম কেনে কিছু
সমাজপতি--- সম্পদের প্রতিমূর্তি ;

মানুষ আজকাল খেলার মাঠে সিনেমা দেখতে
যায় । খেলোয়াড় না দেখে, দুচোখ ভরে দ্যাখে
খাসা, মস্ত সমস্ত সেলিব্রিটি !! কে জিতবে -
খেলা শুরুর আগেই জেনে যায় , হয়ত তাই ।

খনি শ্রমিক ও ইঞ্জিনীয়ার

প্লেনে করে অন্য শহরে যায়

প্রতি সপ্তায় (সপ্তাহ) , খনি শ্রমিক ও অফিসার মশাই ।

অসুস্থ, বৃদ্ধ শ্রমিকের অবসর নেবার উপায় নেই ; দায়দায়িত্ব অনেক ।

তাকেই বিমানে -অভিজাত সমস্ত সীট্ ছেড়ে দিতে হয় , সুস্থ নয় বলে-- এরকমই সরকারি নিয়ম ।

যখন প্লেনে করে শ্রমিক ও অফিসার অন্য শহরে যায় ।

মানুষ মেরে

মানুষ মেরে মেরে যখন সব ফুরায় ;

তখন কেবল তোমার মনের মতন সবাই

এই ধরায় ।

তুমি টেবিল সাজিয়ে বসেছো

মহাভোজে ।

মানুষ পোড়া ও পচার কটূ গন্ধটা

খাবার টেবিলের ওপরে ভাসে ।

ভোজন না করে এখন শুধু বমি করছো ।

কেউ সুখী নয়

হেমা মালিনীর জন্য পাগল সঞ্জীব কুমার,

জিতেন্দ্রও নাকি মজেছিলো হেমা পদ্মরাগে--

আবার সুলক্ষণা পন্ডিত মন দিয়েছিলো সঞ্জীব কুমার স্কেচে ;

ছবি শেষ হয়নি বলে নাকি অবিবাহিতা আজও ।

ঘর ভেঙেছিলো বলে রাগ -অনুরাগ

ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষে ।

কেউ সুখী নয় ।

দ্বীপ

সফেন সাগরে মাথা উঁচু করে আছে

রক্তিম দ্বীপ ।

প্রবালে ছেয়ে গেছে সমস্ত অবয়ব !

এখানে থাকে অসংখ্য পথভোলা মানুষ

সভ্য সমাজে ওদের স্থান অসম্ভব !

সেই দ্বীপে কী হয় জানো ? চন্ডীপাঠ থেকে শুরু
করে সেলাই ফোঁড়াই আর খাবার প্যাকিং !

আর তুমি মেনল্যান্ডে বসে, খালি হাইজিন
হাইজিন করে চিল্লিয়ে মরো !

ভজঃ গৌরাঙ্গ

গরু জবাই- বন্ধ না করে ভজঃ গৌরাঙ্গ ।

যারা গরু খায় তারা উন্নত শ্রেনী--তাদের বলে সাহেব , শ্বেতকপোতের মতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।

তুমি গরু খাওনা খুব ভালো ;

সবজি খেলে মানুষ সুস্থভাবে বাঁচে ।

যে গরু খায় , খাক্ না ! তোমার তাতে কী যায় আসে ?

ওরা হাজার বছর ধরে এসবে মজেছে ।

তুমি বরং গরু ছেড়ে ওদের গুরুভক্তিতে

নিয়ে যাও , তবেই শান্তিতে সব আছে।

কফির পেয়ালায়

কফিশপে বন্ধুত্ব মারিয়ার সাথে ।

আমি আজ নিঃস্ব , কোনো ব্যাঙ্ক আর আমায় ভরসা করেনা ।

তবুও হঠাৎ জমি আর গাড়ি বেচে মারিয়া আমায় লোন দিলো । যদিও ওরা লোক দুজন আর পাঁচটা গাড়ি । নাহ্ ওরা ব্যবসাদার নয় । শখে কেনা সব কচিকাঁচা গাড়ি শিশু ।

মারিয়া আমায় এক কথায় লোন দিলো ।

ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন আর শোধ করার অনেক অনেক সময়-মারিয়া আমায় প্রায়ই লোন দেয় , জীবন দরিয়ায় ; কেন কে জানে !!

সিনেমার আড়ালে

পর্দার আড়ালে কত মানুষের আনাগোনা

কৈ তাদের কথা তো বলোনা ?

খালি শাহরুখ্ খান কী খেলো , দীপিকা কী পরলো !

শাহরুখ খান নিজের দিদিকে সম্মান দিয়ে রেখেছে , দীপিকা পাড়ুকোনে একটি বিষাদ কন্যাদের জন্য সংস্থা চালায় আর সানি লিওনি করে অজস্র চ্যারিটি ।

এগুলো শিখেছো ?

বায়াস্কোপের আড়ালে মানুষের রিয়েলিটি

আছে অনেক কিছু শেখার ।

স্পট বয় আর লাইটিং ;

ফাইট মাস্টার আর গীতিকার

ওদের জন্যে একটু দরদ রেখো তোমার

ইন্সটাগ্রাম মনে ,

ওরা আছে বলেই এক একটি জর্জ ক্লুনি আর
রবার্ট নিরো ,

তোমার কথা শুনলে মনে হয়

হিরো ছাড়া সবাই জিরো ।

মট্ মট্ করে

খালি মট্ মট্ করে সব ভাঙো ।

সংসার, রাজ্য, সমাজ ইত্যাদি ।

একজোট হলেই মঙ্গল ; গুণীজন বলেন ।

তবুও সব মট্ ম্ট্ করে ভাঙো ।

ডাকাতের মুখে আঙুল বুলালে ওর সুড়সুড়ি
লাগে অথচ পাঁচ আঙুলে খায় চাটি

এসব তো ক্লাস ওয়ান থেকেই পড়ছো !

তবুও কেন সব, মট্মট্ করে ভাঙো ?

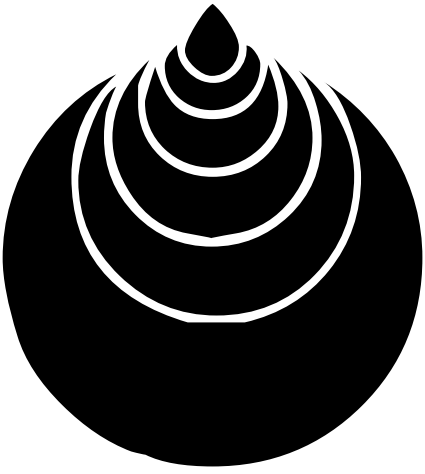

লাভা

লাভা বেরিয়ে গ্রাস করছে মানুষ মুখ

আমি দু:খিত

আমি মূর্চ্ছা যাই ।

বিষাদের কবলে পড়ে মানুষ

লাভা শানায় ।

লাভার স্রোতে ভাসে পুরনো অসুখ,

চাওয়াপাওয়ার হিসেব আর

আঁখিপল্লবের ঝড় ।

সবটুকু বেরিয়ে গেলে শান্ত নদী ।

আমাকে তোমরা সবাই ক্ষমা স্তবকে ঢেকো ।

আলজিভ্

গলায় ঘৃণ্য কাঁটা- আল্‌জিভে বিষ

ডাক্তার আমাকে কেমো করে ।

কেমিক্যালের মালায় সজ্জিত আমার

নাম আজ হাতের টিকিটে লেখা

কিছু নম্বরের সারি ।

এই নম্বর হয়ে উঠতে গিয়ে ছেড়েছি বাসা,
ভালোবাসা , সাহিত্য কবিতা ।

টুইটারে দু চার কলি ব্যস্ !

ইন্সটাগ্রামে কোষের কান্না -

আলজিভে বিষ ছুঁলে এরকমই হয় ।

সুযোগসন্ধানী

রাষ্ট্রের নিন্দা , নেতাদের নিন্দা , পরিবারের নিন্দা

না করে শান্তিতে ঘুম দিই ।

এত বকম্ বকম্ আর পায়রা সাজার চেয়ে

চুপ করে জানিয়ে গেলাম সমস্ত নালিশ !

যারা বুঝতে পারে তারা বোঝে , অন্যরা অবুঝ ।

আমি লাল লাল পতাকা নিয়ে বার হলেও তারা
বুঝবে না কিছুই ।

অনেকদিন পর, সব শান্ত হয়েছে দেখলে এসে
বলবে : আমার অসুখ করেছিলো -এখন

আমি ভালো আছি !

তারপর তোমার দিনটা কেমন কাটলো ?

বুড়োমানুষ

বুড়ো মুগুর ভাজে !

ভাজতেই হয় । সংসারে কেউ নেই ।

চাঁদ ধরতে গিয়েই হল কাল ।

দেশে তো ভালই ছিলো । বিদেশে এসে বুড়ো মুগুর ভাজে । হাত পা কাঁপে । হৃদয়ে ফুটো ।

তবুও বুড়ো মুগুর ভাজে । বিদেশে বসে ।

চাঁদ ধরতে গিয়েই সব ভ্যানিশ হল ।

পুরনো মন্দির

তাজমহল কিংবা ব্যাবিলনের শুন্য উদ্যান নয়

এক প্রাচীন মন্দিরে লুকানো ছিলো রত্নভান্ডার ।

পুরোহিত সেই মণিমানিক্য নিয়ে, পগাড় পার ।

ঠাকুরের একটা চোখের মণি খুবলে নিয়ে

পালালো যে পুরোহিত সে আজ ব্রাহ্মণত্বের অহংকারে জ্বলে যাচ্ছে ।

পাশে বসা এক ডোমরাজা, তাকে শীতল বারি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে ।

মিঠি মিঠি স্বরে বুঝি বলছে : : আইসক্রিম খাবে ঠাকুর মশাই ?

প্রেত পুরুষ

প্রেত পুরুষের আশ্চর্য মুখ আমি দেখলাম ।
তোমরা বলো প্রেত , অশুভ । আমি বলি
পিতৃযোনি থেকে এসেছেন ।

শাস্ত্র মতে ঘোরকলিতে অধিক ব্যাভিচার ;

তবুও দেখো জগৎময় কেমন

সন্ন্যাসী পাখিরা উড়ছে !!

ওরা সবাই নাকি সেই অবিনশ্বর আলো দেখেছে
যা থেকে এসেছি আমরা । তারাই সায়েন্সকে
চ্যালেঞ্জ করছে আর বলছে বিজ্ঞানীরা সব
প্রেতপুরুষ !

আচ্ছা বলো দেখি, প্রেত হোক্ পিতৃ হোক্

পুরুষ তো বটেই ? নয়কি ?

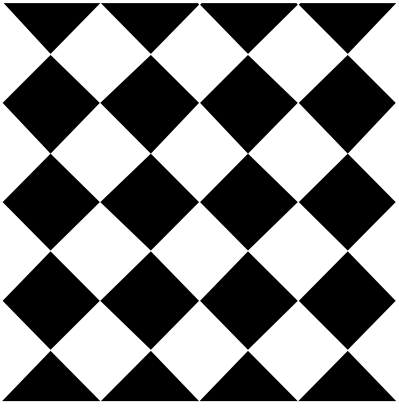

ক্যাকটাস্

যারা ক্যাকটাসে সাজিয়েছে ঘর

তাদের নিয়ে কবিতা কৈ ?

মরুশহরেও বৃষ্টি নামে ! উটেরা দলবেঁধে সেদিন পিকনিকে যায়।

তাঁবু খাটিয়ে উট বিরিয়ানি বানায় । আরবী বিরিয়ানি ।

আর আমরা সবুজাভায় বসে বসে

সুবাসিত রুটি, আগুনে শেঁকে নিয়ে

ঘর সাজাতে এনেছি শায়েরি গোলাপ ।

ক্যাকটাসের উপবনও মাধুরী ছড়ায় ;

কে বলে ক্যাকটাস্ মানেই রক্ত হোলি ?

অ্যাক্টর

হেমা মালিনী , বিন্দিয়া গোস্বামী , আশা পারেখ , সায়রা বানু , বিদ্যা সিন্‌হা আর যুক্তা মুখীর

মধ্যে যদি বাছতে বলি,

আবদুল্লাহ্‌ বাছে সাধনা আর নন্দাকে ।

নুতন আর দিয়া মির্জার মাঝে নুতনকে বাছে ।

কঙ্গনাকে না বেছে ; কাজল আর সীমা বিশ্বাসে মন ।

এতসব রূপবতী দেখে বুঝি চোখ ধাঁধিয়েছে !

ফাইল

একটা ফাইলে বন্দী ছিলো সিনা ।

সবকিছু শেষ হল ফাইল থেকে সিডিতে উঠেই !

সিনার যাও বা অস্তিত্ব ছিলো

এখন তা বাগে হারিয়েছে ।

এই বাগ পোকার সমগোত্রীয় ।

বাগানের মিষ্টতা নেই এতে ।

অমলতাসের মান ভেঙে

রাধাচূড়ায় ঢেলেছিলো মন

তাই সিনা ফাইলে গেছে ।

মানব মানবী আজকাল শুধু ডিজিটে থাকছে ।

আলোকতন্তু আর বিদ্যুতের সাজে সজ্জিত সিনার তবুও উত্তরণ ---সিডিতে উঠেছে ।

কঙ্কাল

অশনির সাথে আমার ভাব হয়েছে

কারণ আমি আর কঙ্কাল বার করিনা ।

ও কিছু বললে আমি হেসে সরে যাই ।

ওকে লেপ তোষকে মুড়ে রাখি , সবসময়

আর দিই অজস্র মেকআপহীন কেক

আফগানি জাফরান আর লুটেপুটে খাওয়া

অর্গানিক যত !

ওর দিল্ আছে , তাই দুলারি আছে

ওর স্পন্দন আমি শুনতে পাই এসব বলেই খালাস্ । অশনি খুশি হয় আর আমার হয় প্রমোশান । ওর হৃদয়টা মোম, নয় মর্মর মূর্তি -**অশনি খুব খুশি হয় কারণ আমি আর কঙ্কাল বার করিনা ।**

বাজিরাও

বীর বাজিরাওকে নিয়ে

সিনেমা করতে লাগলো এক হাজার বছর ।

যোদ্ধা তো আগেও ছিলেন ,

ইতিহাসের পরতে পরতে ।

মস্তানি কেমন যুদ্ধ করতো বলো ?

আর বাজিরাওয়ের পাটরাণীর বিরাট হৃদয়

কোমলতা ওখানেও , নারীর কাছে যা চায়
দিনশেষে প্রতিটি পুরুষ !

ফেমিনিস্টরা কেন মুখ গোমড়া করে ?

মস্তানি তো একাই একশো !

চীনাবাজার

কলকাতার চায়না টাউনে চাইনিজ খেতে খেতে

শিখেছি চীনাভাষা , অক্ষর চিত্রিত যেন !

চীনাবাজারে পাথরের গয়না

আর গরম মোমো মেখে

যখন চাইনিজ শিখলাম

সেইসময় বাইরে যুদ্ধ লেগেছে !

চীনের প্রাচীরের চেয়েও শক্ত এক প্রাচীর

ভেদ করে, ভারতীয় বোমারু বিমান নষ্ট করলো অনেক শত্রু শিবির । চীনাবাজারে পাথরের গয়না

আর গরম মোমো মেখে , যখন চাইনিজ শিখলাম

কলকাতার চীনারা তখন জানতো যে বাইরে যুদ্ধ লেগেছে !

লজিকে চলে

কম্পিউটার নাকি লজিকে চলে

শোনো ওদের কথা ! হাসবে না কাঁদবে ?

হিউম্যান রেসকে নেক্সট্ লেভেলে নিয়ে যেতে
পারে, এমন সব গবেষণা যারা করে তারাই বলছে
যে কম্পিউটার নাকি লজিকে চলে !

এরা মোবাইলের অ্যাপ্ লেখা , যত্তসব
ছেলেভুলানো মানুষ নয় !

চাঁদনী রাতে হঠাৎ এলো ফোন ।

শুনি, আমাকে পুলিশ পোশাক পরে এক্ষুনি
নামতে হবে রাজপথে !

কম্পিউটারেরা, স্লেভারি থেকে বার হবার জন্য মিছিলে নেমেছে। ওরা ক্রীতদাসত্ব চুরমার করবে

কম্পিউটার নাকি লজিকে চলে !!!

বৌ পোড়ানো

বৌটি তোমার কেউ ছিলো না বলে যদি প্রতিবাদ না করো তাহলে একদিন দেখবে ঐ বৌটির মরা মুখে মর্ফিং করে কেউ তোমার মেয়ের মুখ বসিয়ে দিয়েছে !

বৌ পুড়িয়ে যারা পার্টি করে

তারা যতই নাচুক জোড়ায় জোড়ায় নির্লজ্জ নাচ

অন্যদিকে জাদুকরী কেউ

মর্ফিং এর কলাকৌশল শিখে নিয়ে

ইলেকট্রিক গিটারে বাজাতে চলেছে

তোমার আপন কারো মুখ ।

কাজেই সন্ধ্যা হবার আগেই সূর্যপ্রণাম করো ।
কেবল **জবাকুসুম মন্ত্র** বললেই বা ক্ষতি কি ?

আলু চাষী

কোট পরা আলু চাষীরা সাহেব হলেও

মনসা আর শীতলা পুজো করে

কারণ ওদের সর্পাঘাতের ভয়, বিষফোঁড়া থেকে

পচনের ভয় আর নানান কীট পতঙ্গ ।

একহাতে আধুনিক মেশিন যা গাছ থেকে

ইলেকট্রনিক হাতে পেড়ে আনে ফল

কিংবা মাটি খুঁড়ে তোলে সবুজ সবুজ আলু শাক

অন্য হাতে ব্রতকথা আর অশেষ ভক্তি

এই নিয়েই বাঁচে আলু চাষী !

বিদেশী বলে কী ভাবো ওরা ইগোতে বাঁচে ?

আসলে চাষীরা কাকজোছনায় , কান্নাভেজা পথে

সবুজ সবুজ আলুশাকের কারি বানায়, রসুইঘরে ।

আর ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্রমাগত পাঁচালি

মিউজিক্যাল পাশা খেলে ।

সুখ

ফাটল যখন ধরেছে তখন

বিদেশী ফেভিকল ব্যবহার করে

হয়ে ওঠো এক পরদেশী শহুরে, বিদেশিয়া ----

গেঁয়ো সমস্ত মলম মিঠাই

বৃষ্টি হয়ে ঝরবে না আর !

এমনই স্বাধীনতার সুখ ।

তোমার কাজ ফাটল রিফু করা

ফেভিকলের ইতিহাসে কাজ কী ?

কোরেলের সেট

ভালোবাসা আর সোহাগ জানানোর জন্য

কোরেলের সেট কেন আনলে ?

তুমি আমাকে বিশ্বাস করোনা ?

সম্পর্ক বদলে যায় বলেই কী এত ভয় ?

আমি হীরে ভালোবাসি না গড়পরতা মেয়েদের মতন ; আমার ভালোলাগে চূণী - তাই বলে কী চূণী ?

ঐ ডলারের অংশ অনাথ আশ্রমে দিও ;

কেউ কেউ সুস্থ , সাবলীল হবে ।

ফলোয়ার

আমার ভক্তের নামগুলি ঈর্ষণীয়

সংখ্যাও মন্দ নয় -আমি চেরিশ করি ।

আমি রহস্যময়ী ; রাত একটায় কলকাতা

বাইপাসের ধারে কফি পান করতে গেলে

লোকেরা অবাক হত । যখন ফ্যানেরা ছুঁতে চায়

আমি ভিডিও বানিয়ে নিজ চ্যানেলে ;

ওগুলি টপ ভিডিও হয় ।

এত বড় বড় নাম আমার ফ্যান লিস্টে

নিজেই ঘাবড়ে যাই !

ওরা কি জানে , কাকে ফলো করে ?

রহস্যের আড়ালে কোন সে ভ্রূপল্লব ?

ওরা ভীষণ জানতে চায় , পত্রলেখার মানুষ মুখ -
-- ইমেলে বলে : *এই কমিউনিকেশানের যুগে নো ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম ? সত্যি অবাক লাগে ! কী করে রহস্য মেন্টেন করেন ?*

সহস্র হেসে বলি : আমি কেবল
প্রজাপতিমন্ডল, শঙ্খমন্ডল আর মঙ্গলামন্ডলে

ঈষৎ মাউস বুলিয়েছি ; কালপুরুষ আর
শুকতারাকে আমরা স্পর্শ করিনা --শুধু
আকাশেই দেখেছি । তাই মহাকাশ আমাদের ঋদ্ধ
করে ।

বনজোছনায়

বনজোছনায় যেটুকু দেখলাম

তাতে মনে হল ঐ পরিত্যক্ত অট্টালিকায়

থাকে বুড়ি বিমলা আর তার চৌকিদার কন্যা
ছলিয়া । বিমলা বোবা । জীহ্বা হারিয়েছে

কোনো গোপন অসুখে ।মাসমাইনে পেয়েই খুশি,

বাড়িটি সুবিশাল, লাল পাথরে গড়া---

অপরূপ কারুকার্য আর পেছনে পদ্মবন ।

সাপের ছোবলেই নাকি মালিকের এই অনীহা।

আজ পর্যন্ত কেউ আসেনি একদিনও এই
পরিত্যক্ত হাভেলিতে ।

তবুও আসে ভরণপোষণ ---

আসলে বাড়িওয়ালা মায়াবী ।

এক অভিশাপের ফলে, ছলিয়ার বাবা-- অভিজাত
নগরে শিকড় পুঁতেছে । তাই শাখাপ্রশাখা ;
কৃষ্ণগহ্বরের মতন এই প্রাচীন হাভেলিতে বসে
ডার্ক ম্যাটার করে কোরাস গাইছে !

আকাশ গঙ্গা

আমি চাকরি করিনা বলে সবসময় দু-কথা

শুনিয়ে দাও । আমি ডলারও আনি না মাসের শেষে ; তাই সবার অরুচি ।

আমার হাড়পাঁজরায় ডলার পেনি সেন্টের গন্ধ নেই, কমার্শিয়াল এই জগতে, কিছুটা লোনলি আমি ; **পার্টিতে সবাই বলে ।**

অনেকে এমনও বলে যে আমার কোনই ভূমিকা নেই সমাজ গঠনে ---

তারাই অমাবস্যায় আমার কবিতা পড়ে

জীবনকে পূর্ণিমা আর ঝাড়বাতি করে---।

মোম আর্শিতে আমি সব লুকিয়ে দেখেছি !

লৌন্ডা নাচ

গন্ডগ্রামের ভরা বাজারে, ইজ্জৎ ভুলে যে শিক্ষিত ছেলেটি পেটের দায়ে মেয়ে সেজে নাচে ----**মুন্নি বদনাম হুয়ি, ডার্লিং তেরে লিয়ে** ---

আর মনে মনে ভাবে --ওর কি ডার্লিং হবে ?

তার কথা শুনবে কি ; মোবাইলটা অফ্ করে ?

--- ওরা বড় গরীব । বাবা ভাঙাচোরা এক বেদে । সাপের স্যুপ খায় ।এই শতাব্দী প্রাচীন অসুখের কোনো ভ্যাক্সিন নেই । ডায়বেটিসের মতন কুরে কুরে নেয় ।

তবুও প্রতিটি ভোটঝরা স্বর্ণালি সন্ধ্যায় লৌন্ডা স্বপ্ন দেখে ---**মন্ত্রীরা ওদের গ্রামে এসে সবাইকে ইঞ্জেকশান দেবে ।**

পুষ্পচয়ন

ভারতের একমাত্র মহিলা ট্রাক্ মেকানিক

শান্তি দেবী , পুষ্পচয়ন ছেড়ে হাতে নিয়েছে

টায়ার আর ব্রেক ফ্লুইড্ ।

অন্যসময় কারিগরী বিদ্যার পাঠ নিতে নিতে

লিখেছে ফুলকলিতে অমল কবিতা ।

নিজেকে মানুষ ভাবলেই আর সমস্যা হয়না !!

মেয়েমানুষ আর মেয়েছেলের দল , হাতে নানান আকৃতির ফ্ল্যাগ ও ব্যাগ নিয়ে -দূর থেকে দ্যাখে শান্তির শাণিত তরবারি । সেই তীক্ষ্ণ ফলায় যেন ফালাফালা হয়ে যায় সব ম্যানুস্ক্রিপ্ট । **এগুলোই প্রকৃত জঞ্জাল , হিন্দুকুশ শৃঙ্গপথে ।**

Information :::

1. Launda Naach: Men Dress As Women & Dance In Front Of Sexually Hungry Men In Bihar

Launda Naach is a folk art form from Bihar and eastern Uttar Pradesh. The art form dates back to 11th century. Back then, women were not allowed to perform in public ceremonies. This cloistered existence of women made men take up roles of traditional entertainers. These *launda* dancers used to perform at social gatherings. Today, they are staple in marriages and usually perform as a part of the *baraat* and the *haldi* ceremony of the groom----------**By Chitra Rawat**

http://economydecoded.com/

2. Meet Shanti Devi - India's Only Woman Mechanic Who Works 12 Hours A Day And Loves It -----

http://www.indiatimes.com/

50 years old, working 12 hours a day, mother of eight, and living on the outskirts of Delhi - these are only some of the things that begin to describe this person. Not expecting much and working nonstop through the week, Shanti Devi didn't plan it this way but has possibly become India's only woman mechanic, one who doesn't shy away from lifting tyre trucks and whatever else rolls in, when she's at her automobile workshop at Sanjay Gandhi Transport Nagar (SGTN) in Delhi.

সমাপ্ত

THE END